মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া

ঢাকা উত্তরা দিয়াবাড়ি মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনদিন মৃত্যর সাথে পান্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়া (১৩)।

মায়া দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের মৃত ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলীর মেজো মেয়ে। মৃত মায়ার পরিবারের সাথে ঢাকা উত্তরা ১৮ নং এ বসবাস করত।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১ টা১০ মিনিটের দিকে প্রশিক্ষণ বিমান এসে মাইলস্টোন স্কুলের উপর এসে পড়লে মূহুর্তের মধ্যে আগুন ধরে সারা শরীল ঝলসে যায়।

তিনদিন চিকিৎসা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে তার করুণ মৃত্য হয়। মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়ার জনাযা অনুষ্টিত হবে আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে।

কোটচাঁদপুর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার শিশারকুন্ডু গ্রামে নির্মাণ শ্রমিক রুহুল আমিন (২৫) মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের কাশিপুর নামক স্থানে ঘটনাটি ঘটে। তিনি শিশারকুন্ডু গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, রুহুল আমিন পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক। বুধবার সকালে মোটরসাইকেলযোগে কালীগঞ্জের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাশিপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আলমসাদুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রুহুল আমিন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আয়েশা খাতুন (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সেন্টারপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে।
আয়েশা খাতুন হাড়াভাঙ্গা সেন্টারপাড়া এলাকার ভ্যানচালক রহিদুল ইসলামের মেয়ে।

আয়েশার দাদা শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে আয়েশা খাতুন একা একা খেলা করছিল।
কোন এক পর্যায়ে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায় এবং পানিতে ডুবে মারা যায়।

তাকে দেখতে না পেয়ে তার মা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে আয়েশার মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ মহিবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শিশুটির মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাণী ইসরাইল জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হবে।

মেহেরপুর লাইফ কেয়ার হাসপাতালের ওটিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে রাশিয়া খাতুন
(৪৫) নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহত রাশিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মীর পাড়ার কাবাদুল ইসলামের স্ত্রী।

শুক্রবার (১৮ জুলাই) সকালে মেহেরপুর শহরে অবস্থিত লাইফ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে, মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে ভিড় করেন এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা হাসপাতাল বন্ধের দাবিতে হাসপাতালের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান নেন এবং হাসপাতালে কর্মী সুমন নামের একজনের উপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে রাশিয়া খাতুনের এক হাত ভেঙে যায়। সে সময় অপারেশনের মাধ্যমে হাতে রড (ফরেন পার্টিকেল) সেট করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর হাতটি স্বাভাবিক হয়ে উঠলে চিকিৎসকের পরামর্শে রডটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য রাশিয়া খাতুন শুক্রবার সকালে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসক মনজুর উল আলামের কাছে অপারেশনের জন্য যান। অপারেশনের জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকায় চুক্তি হয়।

রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার পর তাকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় এবং অজ্ঞান করা হয় বলে অভিযোগ করেন রোগীর স্বজনরা। এরপর রাশিয়া খাতুনের আর জ্ঞান ফিরে পাননি। অপারেশনের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসক

অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশের আগেই রোগীর অবস্থা খারাপ দেখে তাকে কুষ্টিয়া রেফার্ড করা হয়েছে বলে একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে।

রাশিয়া খাতুনের ছেলে রাসেল অভিযোগ করে বলেন, “আমার মাকে প্রথমে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয়, পরে আবার অজ্ঞান করা হয়। এরপর তার জ্ঞান ফেরেনি। এক পর্যায়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে, কুষ্টিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমার মা তখনই মারা গিয়েছিলেন। আমি নিজ গাড়িতে অক্সিজেনসহ দ্রুত কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। শহরের ওয়াপদা মোড় পেরোনোর আগেই বুঝতে পারি মা আর নেই। পরে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ইসিজি করালে দেখা যায়, ঘণ্টাখানেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ মৃত অবস্থায়ই আমাদের মাকে হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয়েছিল।

ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব অ্যান্ড হাসপাতালটি বন্ধ রয়েছে। এদিকে, এ বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খালিদ সাইফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। যেন কেউ আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার সময় মৃতের স্বজনদের সঙ্গে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমানসহ স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং পরিবারকে শান্ত করেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন ওই গ্রামের মৃত

আজিজুল হকের ছেলে রাজমিস্ত্রি গোলাম কিবরিয়া (৫৫) ও তার স্ত্রী রিনা খাতুন।

সোমবার (১৪ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। তারা রেখে গেছেন তিনটি ছোট মেয়ে সন্তান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাশের বাড়ি থেকে আসা একটি ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার অসাবধানতাবশত একটি বাইসাইকেলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সেই বাইসাইকেলটি আনতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন রাজমিস্ত্রি গোলাম কিবরিয়া। চিৎকার শুনে স্ত্রী রিনা খাতুন ছুটে এসে তাকে বাঁচাতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

দুজনই অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয়রা দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তখনই তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

গোলাম কিবরিয়া পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। দিনমজুরির টাকায় চলত তাদের সংসার। তিন মেয়েকে নিয়ে তাদের ছোট্ট কিন্তু স্বপ্নভরা একটি জীবন ছিল। বাবা-মায়ের হঠাৎ এমন মৃত্যুর খবরে একরত্তি তিন শিশু মেয়ে বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আশপাশের মানুষ কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল কাশেম বলেন, “ওরা খুব গরিব পরিবার। লোকটা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, কষ্ট করে মেয়েগুলারে বড় করত। এখন তিনটা ছোট মেয়ে এতিম হয়ে গেল। কী হবে ওদের?”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। প্রাথমিকভাবে অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হচ্ছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন

কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে আলিফ (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বহরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, সকালে আলিফ বাড়ির পাশের কুশনা বহরামপুর মামা ভাগ্নে বাওড় পাড়ে খেলা করছিল। খেলার সময় তার হাতে থাকা বলটি পানিতে পড়ে যায়। পরে সে নিজেই বল তুলতে পানিতে নামলে ডুবে যায়।

পরে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলিফ ওই গ্রামের রাশেদ আলীর ছেলে। এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তানভীর জামান বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একটি স্বপ্নের মৃত্যু; প্রবাসে হৃদরোগে মারা গেলেন মুকুল

দিনমজুর বাবা মুকুল হোসেনের স্বপ্ন ছিল দুই ছেলেকে মানুষ করবেন, লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের কষ্ট ভুলে চার-পাঁচ বছরের জন্য পাড়ি জমিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন আজ ছিন্ন-ভিন্ন।

গত ১১ মে, সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যু হয় গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ার মৃত আরমান আলীর ছেলে মুকুল হোসেনের। মাত্র দুই মাস আগে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি পাড়ি দিয়েছিলেন প্রবাস জীবনে। কিন্তু ভাগ্য দিল না স্বপ্ন পূরণের সে সময়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তার মরদেহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ায় পৌছালে বিকালে নিজ গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় এই প্রবাসীর মরদেহ।

দিনমজুর মুকুল হোসেনের (৪২) স্বপ্ন ছিল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। তাই অর্থের টানে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৌদি আরব। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি পাড়ি দেন দাম্মামে। সেখানে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে গাড়ি ধোয়ার শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরিবার জানায়, কঠোর পরিশ্রম করলেও আশাবাদী ছিলেন একটু টাকা-পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরে একটি ছোট ব্যবসা করবেন। কিন্তু ভাগ্য যেন তার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দিল না।

সৌদি যাবার মাত্র দুই মাস পর, গত ১১ মে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন মুকুল হোসেন। কিন্তু এই মৃত্যু শুধু মুকুল হোসেনের না, ভেঙে পড়া এক পরিবারেরও।

মুকুলের মরদেহ দেশে পৌঁছায় মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যখন গ্রামের বাড়িতে যখন লাশ পৌঁছে, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

স্ত্রী কাজল রেখা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ছেলে দুইটার জন্যই উনি গেছেন। কিছুদিন কামাই করে ফিরে আসবেন বলছিলেন। আজ লাশ হয়ে ফিরলেন আমার মানুষটা”।

মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর মুকুল হোসেনের মরদেহ দেশে পৌঁছে। স্বজনদের চোখে তখন শুধু কান্না আর অনন্ত অপেক্ষার পরিসমাপ্তি। মুকুল হোসেনের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবার আমরাই দ্রুত মরদেহ হাতে পেয়েছি। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তবে, এত দীর্ঘ সময় লাগলো, এই কষ্ট কোনো পরিবারের কাম্য নয়।”

প্রবাসে কর্মরত হাজারো শ্রমিকের মতোই মুকুল হোসেনও ছিলেন একজন স্বপ্নবাজ বাবা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন থেমে গেছে এক পরিবারের ভরসা, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে প্রবাসে কর্মজীবী শ্রমিকদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দ্রুত মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করা যায় কিনা।

তামিম আর হামিম এখনো জানে না, তাদের বাবা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। রেখে গেলেন শুধু এক বুক স্বপ্ন, ভাঙা একটি ভবিষ্যৎ আর

করোনায় ৫ জনের মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে করোনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৩৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই হিসাবে শনাক্তের হার পাঁচ দশমিক ৮০ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের চারজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের একজনের বয়স ১১-২০ বছর, একজনের ৪১-৫০ বছর, একজনের ৬১-৭০ বছর, একজনের ৭১-৮০ বছর ও একজনের বয়স ৯১-১০০ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজন ঢাকা, তিনজন চট্টগ্রাম ও একজন রাজশাহী বিভাগের। পাঁচজনের একজন সরকারি ও চারজন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে ২৯ হাজার ৫১৫ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে চলতি বছর মারা গেছেন ১৬ জন। এখন পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন ২০ লাখ ৫১ হাজার ৯৭৮ জন। ২০২৫ সালে শনাক্ত হয়েছেন ৪৩৩ জন।

সূত্র: যুগান্তর